

# হরেকৃষ্ণ সমাচার

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন্দ) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য : কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভাস্তবেদাত ঘামী প্রভুপাদ

১২ বর্ষ সংখ্যা ৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ দামোদর - কেশব ৫৩৫ পৌরাব্দ ভিত্তা ৮ টাকা



## শ্রীল প্রভুপাদ উবাচ

অতীত বন্দেশ্বর ফলে প্রাপ্ত অনিয় বন্তই হলো নিঃসঙ্গতা বৈধের কারণ। তাই কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নিয় সম্পর্কের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

কুলশেখরকে পত্র,  
২ নভেম্বর, ১৯৬৯

## পুষ্টিগুণে ভরপুর বাঁধাকপি



পুষ্টিগুণে ভরপুর বাঁধাকপি, যা পাতাকপি নামে বাংলাদেশে বেশি প্রচলিত। বহু গুণসম্পন্ন এই বাঁধাকপি শুধু সবজি হিসেবে নয়, জুস হিসেবেও খাওয়া যায়। এতে আছে ভিটমিন-এ, বি১, বি২, বি৬, ই, সি, কে, ক্যালসিয়াম, আয়রন, আয়োডিন, পটাশিয়াম, সালফারসহ আরও নানা ধরনের প্রয়োজনীয় উপাদান। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, প্রাচীন হিক দেশে একাধিক রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগানো হত বাঁধাকপির রসকে। বিশেষত কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা কমাতে ত্রিক চিকিৎসকেরা এ সবজির উপরই মূলত ভরসা করতেন। একই রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি মেনে চলতেন মিশ্রীয় মানুষেরাও। তারাও শরীরে উচ্চিন্দ্রিয়ের পরিমাণ কমাতে প্রায় প্রতিদিনই বাঁধাকপি খেতেন। আধুনিক চিকিৎসায় এই সবুজ গোলাকার পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## দেশজুড়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী বরাবর ইস্কন-এর স্মারকলিপি প্রদান

হরেকৃষ্ণ সমাচার ডেক্স: সম্পত্তি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মধ্যেই তাদের ওপর নেমে আসে নির্মম ও নির্বিচার অভ্যাস। ১৪ অক্টোবর ২০২১ এই ঘটনার সূত্রপাত হয় কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির পাড় এলাকায় একটি দুর্গাপূজামণ্ডলে বিহুরে উরুর উপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রাখার কথিত অভিযোগ থেকে। এ কথিত অভিযোগের ঢাল ব্যবহার করে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর একাংশ পরদিন ১৫ অক্টোবর ২০২১ মোয়াখালী ইস্কন মন্দির, চাঁদপুর, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মন্দির, দুর্গাপূজা মণ্ডপ, প্রতিমা, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙ্গচুর, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীদের শীলতাহানি ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

১৫ অক্টোবর ২০২১, শুক্রবার বেলা বাড়তেই মোয়াখালীর মন্দিরগুলোতে আক্রমণ, প্রতিমা ভাঙ্গচুর, মন্দিরে অগ্নিসংযোগের খবর আসতে থাকে। এদিন বেলা ৩.০০ টায় ইস্কন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গোর-নিয়ন্ত্রন জিউ মন্দিরে অতর্কিতভাবে হামলা



চালায় চৌমুহনীর ঝানীয় ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সদস্যরা। দুই দফায় বর্বরোচিত হামলার মাধ্যমে তারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ, শ্রীল প্রভুপাদের বিগ্রহ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, ভক্তদের আবাসস্থল, যানবাহন (৩টি মোটরসাইকেল) এবং আসবাবপত্রে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া তারা মন্দিরের খাদ্যসামগ্রী, বুকস্টল, কম্পিউটার, প্রিন্টার, সিসিটিভি ক্যামেরা প্রভৃতি মূল্যবান যত্নপাতি ভাঙ্গচুর ও লুটপাট করে। তারা মন্দিরের প্রাণমী বাক্স ও ক্যাশবাক্স ভেঙে নগদ টাকা

১৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ সকালে পুরুরে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও, হামলাকারীরা মন্দিরে অবস্থানত আরো অনেক গৃহত্যাগী সাধুদের গুরুতর আহত করে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রে এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা প্রকাশিত হলে সেখানের সভ্য ও হিন্দু সমাজ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সহিংসতার

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

## কপ-২৬ সম্মেলনে যোগ দিলো ইস্কন যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি দল

ইস্কন নিউজ: ক্ষট্টল্যান্ডের গ্লাসগোতে ৩১ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর আয়োজিত জাতিসংঘের 'জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন' ২০২১-এ ইস্কন যুক্তরাজ্যের একটি প্রতিনিধি দল যোগ দিলো, এটি কপ-২৬ সম্মেলন নামেও পরিচিত। সম্মেলনটি বিশ্বেন্দাদের একত্রিত করে আলোচনা করবে কীভাবে বৈশিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্পতের উপরে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখা যায়,



যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব এড়ানো যায়। তারা বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত অঙ্গীকৃতি নিয়ে আলোচনা করবে। অনেক দেশ ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমন অর্জনের জন্য ইতোমধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। যদিও বড় সিদ্ধান্তগুলো সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তবুও অন্য গোষ্ঠীগুলোও প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

## ভাদ্র প্রচারাভিযান : ৩৫,৪৩২ সেট ভাগবত প্রচার



ইস্কন নিউজ: 'গোলোক ধাম যাত্রা' নামে পরিচিত এই ভাদ্র প্রচারাভিযান শ্রীপদ বৈশেষিক দাসের নেতৃত্বাধীন বিবিটি বিপণন, যোগাযোগ ও উত্তোলন দলের মাধ্যমে ২০১৭ সালে যাত্রা আরম্ভ করে। "কেউ যদি ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে ভাগবত রত্নসিংহাসনে আপন করেন এবং

এই ভাগবত কাউকে উপহারব্রহ্ম দান করেন, তাহলে সে ব্যক্তির চিন্ময় ধাম প্রাপ্তি হয়ে এ

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

## 'দ্য কৃষ্ণ কনশাস গ্যাপ ইয়ার এক্সপেরিয়েন্স'



ইস্কন নিউজ: ইস্কন যুব মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'মরমন ট্রিপে'র সামান্য অনুরূপ 'দ্য কৃষ্ণ কনশাস গ্যাপ ইয়ার এক্সপেরিয়েন্স' শিরোনামে একটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মন্দিরে এই কার্যক্রমটি শুরু করার জন্য জিবিসির কার্যনির্বাহী কমিটি ইস্কন নেতৃত্বের কাছে চিঠি প্রেরণ

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সমগ্র চিৎ-চিচিত জগতের মধ্যে শ্রীমথুরা মণ্ডল শ্রেষ্ঠ, মথুরা মণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবনে শ্রীগোবৰ্ধনে শ্রেষ্ঠ আর গোবৰ্ধনে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবৰ্ধনী বর্ণনা করেছেন যে, গোবৰ্ধন পর্বত একটি ময়ুরের মতো এবং রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড তার দুটি চোখ। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় লীলাসংঘটনে গোবৰ্ধনের গুরুত্ব কতটা।

বিস্তারিত পড়ুন ৫ম পাতায়

## শ্রীগোবৰ্ধনের আবির্ভাব

## সম্পাদকীয়

পরমেশ্বর ভগবান যেমন অনন্ত, তাঁর লীলা ও অনন্ত। তাঁর এই অনঙ্গলীলা কেবল তাঁর ভক্তদের আনন্দবিধানের জন্য আয়োজিত হয়। শ্রীমতাগবতে (১.৩.৩৭) বলা হয়েছে, ভগবান একজন নাট্যকারের মতো এই সমস্ত লীলা অভিনয় করেন। কিন্তু তাঁর নাম, রূপ, লীলাবিলাসের অধ্যাকৃত স্বভাব বিকৃত মনোভাবপন্থ মানুষেরা জানতে পারে না, এমনকি তারা কল্পনাও করতে অসমর্থ। কিন্তু ভগবান নিজেই তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রায়ণ ব্যক্তিকে তা জানিয়ে দেন। যার প্রমাণ শ্রীমতগবতীতায় (৪.৩) রয়েছে—

“ভজেহসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতদুতম্য ॥”

ভগবানের লীলা যে কেবল তাঁর ভক্তের পক্ষেই হৃদয়সম করা সম্ভব তা নয়, তত্ত্বাই তাঁর লীলাতে যথাযথভাবে অংশহৃৎ করতে পারেন। সমাগত অন্ধকৃত মহোৎসব এরই পরিচায়ক। ভগবান বলেছেন, তিনি ভক্তকে জ্ঞান প্রদান করেন। (গীতা ৪.৩) তার প্রমাণযুক্ত তিনি নশ্বর ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে ব্রজবাসীদের চিন্ময় গোবর্ধন পূজাতে নিযুক্ত করেছিলেন। নিজের ভক্তরূপ বিভার গিরিজার গোবর্ধনরূপে তিনি ব্রজবাসীদের পূজা হৃৎ করে এবং গোবর্ধন ধারণ করে তাঁদের ভক্তজনসুলভ আনন্দও প্রদান করেছেন। আবার মাত্র ছয়শত বছর পূর্বে তিনি তাঁর পরম ভক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট নিজ গিরিধারী স্বরূপ প্রকাশ করে এবং তাঁর দ্বারা সেই সুপ্রাচীন অন্ধকৃত মহোৎসবের পুনঃপ্রবর্তন করিয়ে তিনি শুধু মাধবেন্দ্রপুরীকেই নয় বরং তাঁর পরম্পরায় বৈষ্ণবগণকে চিন্ময় আনন্দ প্রদান করেছেন। তাঁরই পরম্পরায় শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে এই চিন্ময় আনন্দ বিতরণ করেছেন, যা কৃষ্ণভাবনামৃতের সংস্পর্শে এসে সহজেই লাভ করা যায়। তাই শুধু অন্ধকৃত নয়, কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উৎসবে অংশহৃৎ করা আমাদের কর্তব্য।

## শাস্ত্রাক্ষর



তেষামেবানুকম্পার্থশহমজ্জনজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্তাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্তু ॥

অনুবাদ: (যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমার সেবাতে নিযুক্ত থাকেন) তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদানের দ্বারা আজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করি।

(শ্রীমতগবতীতা ১০.১১)

## স্তুতিসূচী



শৃঙ্গতি গায়ন্তি শুণ্ডত্যীক্ষণঃ

স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ।

ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ।

ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম ॥

অনুবাদ: হে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁরা তোমার অধ্যাকৃত চরিত-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন, অথবা অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্য-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে।

(শ্রীমতগবত ১.৮.৩৬)

## শ্রীভক্তিগ্রসামৃতসিদ্ধু

যথা দামোদরো ভক্তবস্তলো বিদিতো জনৈতে ।

তস্যায়ং তাদ্শো মাসং স্বল্পম্প্রকারকং ॥

অনুবাদ: ভগবান দামোদর ভক্তবস্তলুর প্রসিদ্ধ এবং তিনি তাঁর ভক্তবাস্তল্যের কারণে অল্প সেবাকেও বহুগুণে হৃৎ করেন। তেমনি তাঁর প্রিয় দামোদর মাসেও তিনি ভক্তিমূলক সেবাতে বহুগুণ কৃপা করে থাকেন।

(পূর্ব বিভাগ ২.১৯)

## ৬৬ কথামৃতম্

যিনি কৃষ্ণভাবনামৃতে দ্বিরু, তিনি কথনও বুদ্ধিভূষ্ট হন না। তিনি যা কিছু দেখতে পান, উত্তমরূপে জানেন যে, সবকিছুই কৃষ্ণপ্রীতির জন্য।

শ্রীল শৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ

অন্যদের আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করার পূর্বে আমাদের নিজেদের পরিবর্তিত হতে হবে। এটি একটি বোমাখকের প্রক্রিয়া যে, কোনো বিষয়ে অন্যের মধ্যে পরিবর্তন আশা করার পূর্বে আমাকে ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে হবে।

শ্রীল ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ

দেশজুড়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর  
নির্যাতনের প্রতিবাদে

(১ম পাতার পর) মন্দিরে বা অন্যান্য মন্দিরে হামলাতেই থেমে থাকেন। দৈনিক প্রথম আলো আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর উদ্ভৃতি দিয়ে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করে যে, এবারের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় দেশের ১৮টি জেলায় ৭ জন নিহত ও ২৭৪ জন আহত হয়েছে। এই নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর ২০২১ আর্তজ্ঞাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন্দেন) এর উদ্যোগে সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর আরকলিপি প্রদান করে। এছাড়াও ইস্কন্দেন স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয় :

১. বিশেষ দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল গঠনের মাধ্যমে এসমস্ত সহিংসতার বিচার করতে হবে এবং নির্বিকার ছানানীয় প্রশাসনের গাফিলতির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

২. অনতিবিলম্বে ইস্কন্দেন মন্দিরসহ বিভিন্ন মন্দির, পূজামণ্ডপ, ঘরবাড়ি, দোকানপাটে হামলা, ভাঙ্গচুর, অগ্নি সংযোগ ও ভক্তদের হত্যাকারী এবং নারীদের শীলতাহানিকারীদের জনসমক্ষে দৃষ্টিমূলক শান্তি দিতে হবে।

৩. দেশব্যাপ্তি সংঘটিত সহিংস ও নারকীয় ঘটনায় আহত সমস্ত সনাতন ধর্মাবলম্বীকে সরকারের পক্ষ থেকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ইস্কন্দেন মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দির ও দুর্গাপূজা মণ্ডপে হামলার ঘটনায় আহত-নিহতদের পরিবার প্রতি ১ (এক) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ।

৫. প্রতি পরিবার হতে একজনকে সরকারি চাকরি প্রদান করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ, প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. নারীদের শীলতাহানির ফলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যেককে ১ (এক) কোটি টাকা প্রদান করতে হবে।

৭. ধর্ম অবমাননার বানোয়াট, কল্পিত, বায়বীয়, মিথ্যা অভিযোগে কোনো হিন্দুকে হয়রানি করা, ক্ষতিগ্রস্ত করা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা বন্ধ করতে হবে। এসকল অভিযোগে আটক সকল হিন্দুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থিতার ও বৈশিষ্ট্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৮. ধর্মের অপব্যবহার করে হিন্দু উসকানিমূলক ঘটনা রোধে আন্তঃধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সময়ে মনিটারিং সেল বা কমিটি গঠন করে তদারকি ব্যবস্থা জোরাদার করতে হবে। স্যাসাল মিডিয়ায় বা অন্য কোথাও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান ও তার ভিডিও ভাইরাল করা বন্ধ করতে হবে।

৯. বিচারহীনতার সংক্ষিতি রোধ করে দুষ্ক্রিয়কারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানসহ দৃষ্টিমূলক সাজা প্রদান করতে হবে।

১০. এদেশ থেকে হিন্দুদের বিলুপ্তি, হিন্দু নিধন, হিন্দু নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা রোধে হিন্দু সুরক্ষা আইন প্রণয়নসহ

কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. প্রিয় মাতৃভূমিতে হিন্দুদের বসবাসের, জীবনধারণের ও সম-অধিকার রক্ষাসহ নিজ ধর্মপালনের সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২. রক্ষে রক্ষে সাম্প্রদায়িকভাবে বিবেচিত পড়া রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ধর্মান্ধ মৌলবাদী ও স্বাধীনতা বিরোধী অপকর্মের দ্বারা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টা রোধ করতে হবে।

১৪. উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনে একটি মহাপরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

**কপ-২৬ সমেলনে যোগ দিচ্ছে**

**ইস্কন্দেন যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি দল**

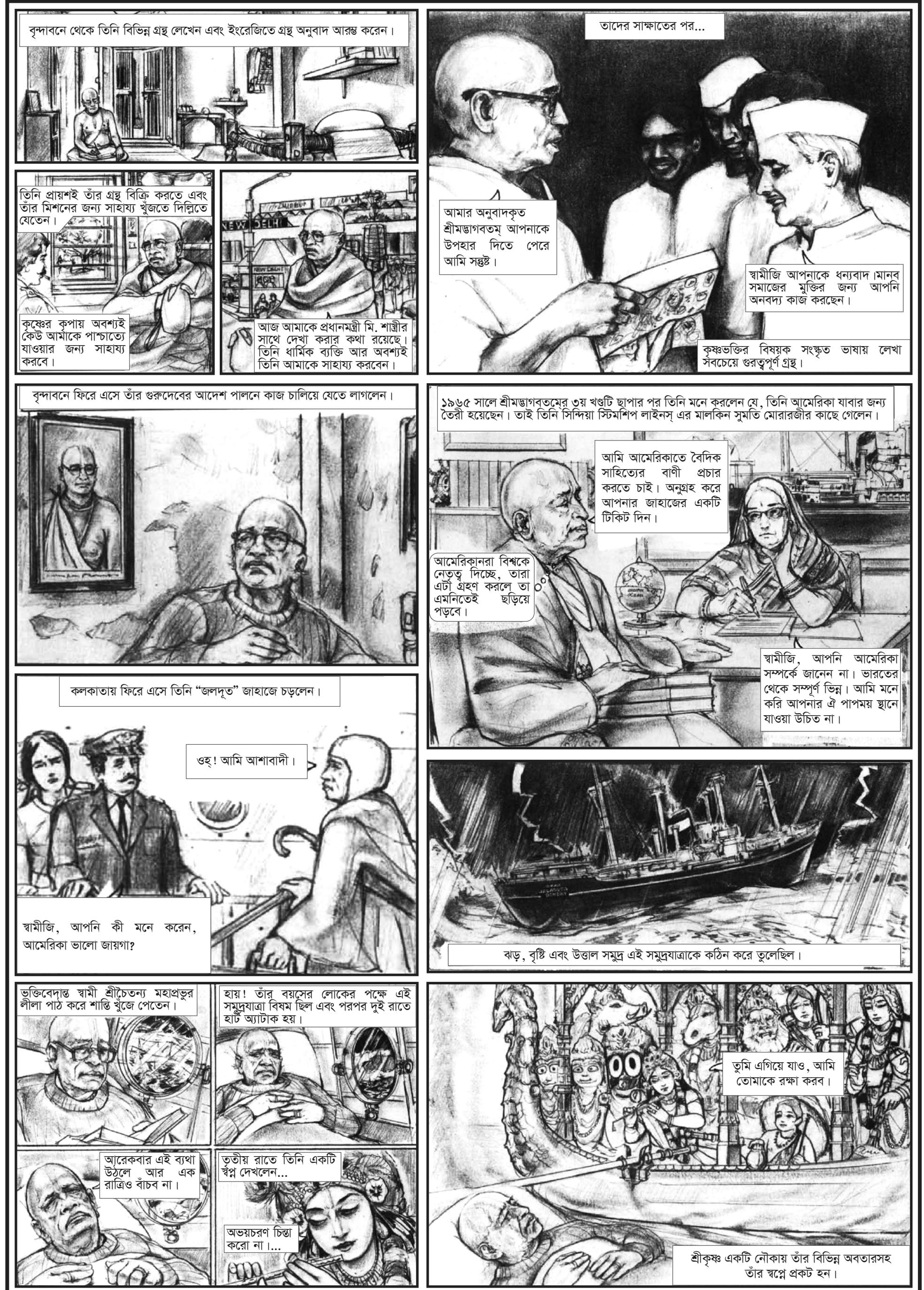
(১ম পাতার পর) বিশের ৮৯ ভ

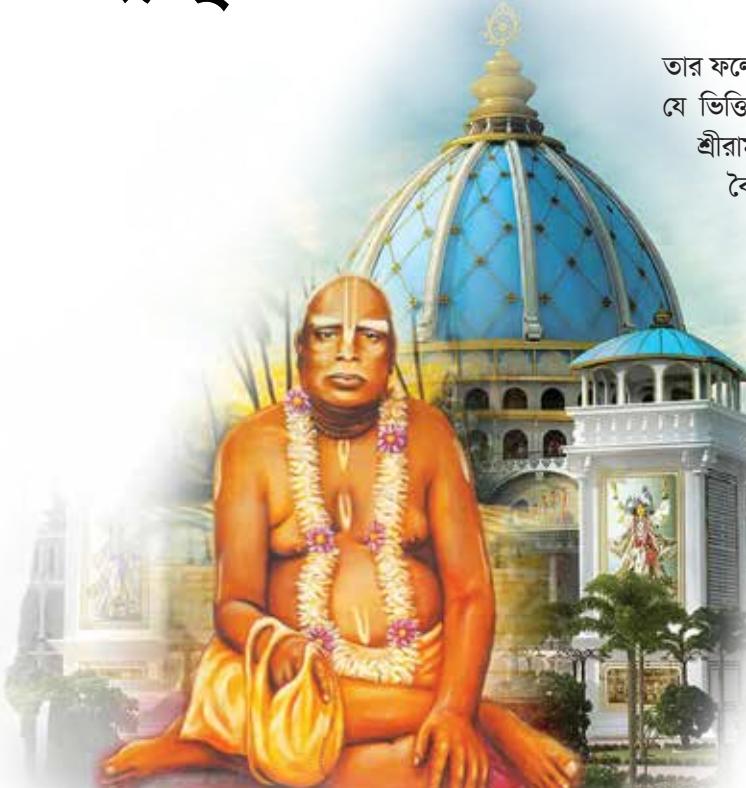


১২৫  
অধিবে  
তিথি

# শ্রীল প্রভুপাদঃ অমর জীবনগাথা

(পূর্ব প্রকাশের পর)





সচিদানন্দ শ্রীল ভজিবিনোদ ঠাকুর

## নিত্যধর্ম শুন্দি ও সনাতন

পর্ব: ২

(পূর্ব প্রকাশের পর) সে সময়ে ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হয়ে বৈদিক ধর্ম প্রায় পরিত্যাগ করেছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শক্ষরাবতার উদয় হয়ে বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপন পূর্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্যটা অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশক্ষরের নিকট এই বৃহৎ কার্যের জন্য চিরখণ্ডী থাকবেন। কার্যসকল জগতে দুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলো কার্য তাত্কালিক।

কেবল মুক্তিলাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব গতি হয় সেই বিষয়ে শক্ষ নিষ্ঠক।

শক্ষ একথা ভালবাস জানতেন  
যে হরিভজন দ্বারা জীবকে  
মুক্তি পথে চালাতে  
পারলেই, ক্রমশঃ  
» পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

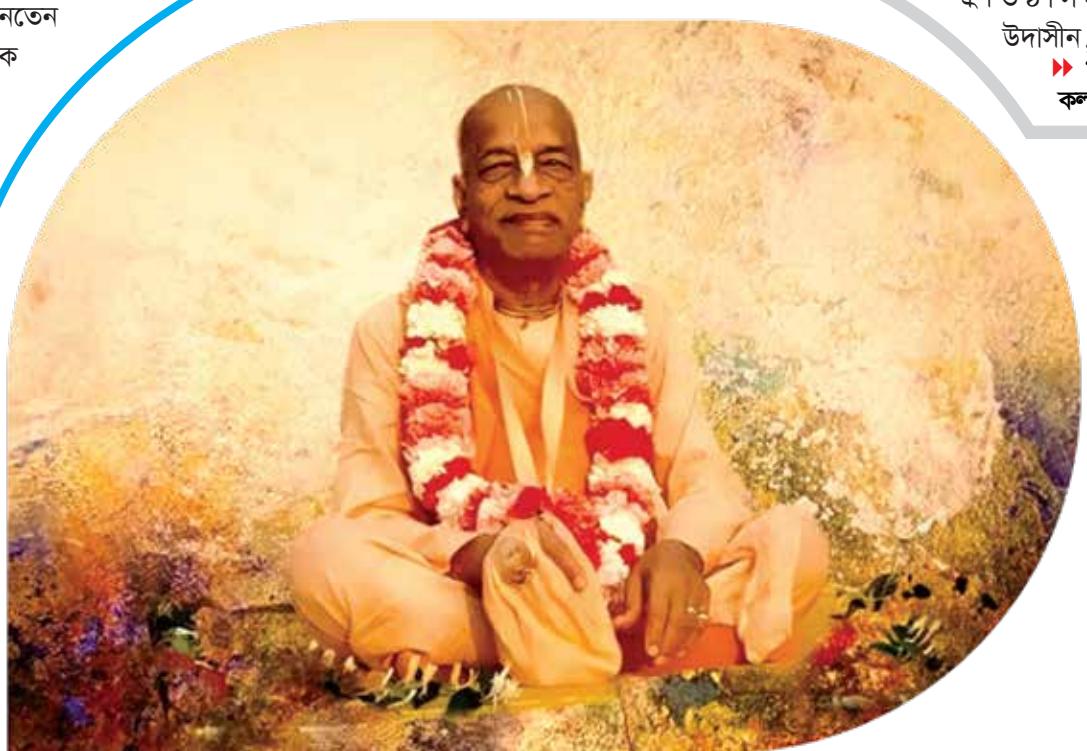
তার ফলে অনেক সুফল উদয় হয়েছে। শক্ষরাবতার যে ভিত্তি পতন করলেন সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বান্তি আচার্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। অতএব শক্ষরাবতার বৈষ্ণব ধর্মের পরম বুদ্ধি ও একজন প্রাণ্ডিত আচার্য। শ্রীশক্ষ যে বিচার পথ প্রদর্শন করেছেন তার সম্পত্তি বৈষ্ণবগণ এখন অন্যায়ে ভোগ করছেন। জড়বন্দি জীবের পক্ষে সম্ভব জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জড় জগতে স্থূল ও লিঙ্গদেহ থেকে চিহ্নস্থ পৃথক ও অতিরিক্ত তা বৈষ্ণবগণ ও শক্ষরাচার্য উভয়েই বিশ্বাস করেন। জীবের সত্তা বিচারে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। জড় জগতের সম্ভব ত্যাগের নাম মুক্তি তা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাভ করা পর্যন্ত শ্রীশক্ষ ও বৈষ্ণবাচার্যগণের অনেক প্রকার ঐক্য আছে। হরিভজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ এও শক্ষরাচার্যের শিক্ষা।



## নামসাধন প্রণালী কী?

শ্রীল ভজিবিনোদ সরবতী ঠাকুর

ত্বণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুন।  
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ॥  
জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলে তার ইহজগতে ও  
স্বধামে অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্তনই  
ধর্ম। হরিকীর্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার  
অন্য কোনো উপায় বা উপয়ের মধ্যে বর্তমান  
নেই। কীর্তন দ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সব  
শুভোদয় হয়। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করলে  
নামাপারাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তা জানানোর  
জন্যই ত্বণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যার চিত্তের  
প্রবৃত্তি কৃষ্ণেনুবী না হয়ে বিষয় ভোগে প্রমত হয়,  
তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলক্ষি করতে পারেন  
না। ভোক্তার ধর্মে ক্ষুদ্রতার উপলক্ষি নেই। ভোক্তার  
ধর্মে সহনশীলতা নেই। ভোক্তা কখনও জড়াভিমান  
ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করতে সমর্থ নন। বিষয়ভোগী  
কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নন।  
বিষয়ভোগী সমৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই  
ত্বণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা  
সহ্যগুণসম্পন্ন, নিজ  
পুতৃষ্ঠাসমূহে  
উদাসীন,  
» পৃষ্ঠা ৬  
কলাম ২



কলিকালে একমাত্র  
নামযজ্ঞ-সাধনেই সর্বার্থসিদ্ধ হয়।  
হরেনাম বা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়  
নামেরই শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা সমস্ত  
অভদ্ররাশি নষ্ট হয়ে যায়।

## কলিকালে নাম-কৃপে কৃষ্ণ আবত্তার

কৃষ্ণক্ষপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভজিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

অল্পমেধাবী ব্যক্তিগতই অনিয় ফল-লাভের আশায় অন্য দেবতার আরাধনা করে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একমাত্র ভগবানের আরাধনা করলেই যদি সমস্ত কার্যই সিদ্ধ হয়, তাহলে সকল ব্যক্তিই সেই পথ অবলম্বন করে না কেন? দেবৰ্ম নারদ মহারাজ যুরিষ্টিরের নিকট এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—“মহারাজ, যাদের অল্প পুণ্য সংযত্য আছে তাদের নাম-ব্রহ্ম, বৈষ্ণবে, গোবিন্দে এবং মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না।” ভগবদ্বীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই স্বয়ং সমর্থন করে বলেছেন—

বেণুং কৃন্তুমুবিন্দলায়তাক্ষং  
বৰ্হাবতংসমস্তামুসন্দুরাঙ্গম।  
কন্দর্পকোটি-কমলায়বিশেষশোভং  
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥  
(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩০)

পাপের দ্বারা অবিদ্যারূপ ঘোর অন্ধকার বিস্তার-লাভ করে, আর পুণ্যদ্বারা আলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পুণ্যদ্বারা যে জ্ঞান সংযত্য হয়, তাই বিদ্রুপ্তাতি। নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসাদি ব্যাপার সাধন করে যারা পাপকর্মে

পাপাবিষ্ট অসু-স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্রুপ্তাতি জন্মায় না। যারা স্ব-স্ব-ধর্মসম্মত জীবন স্থাকার

করতঃ প্রভূত পুণ্যকর্মদ্বারা পাপসমূহ দূরীভূত করতে সমর্থ হয়েছেন, তারাই আদৌ কর্মযোগ স্থাকার, পরে জ্ঞানযোগ ও পরিশেষে ধ্যানযোগ দ্বারা সমাধিত্বে ভগবানের চিৎ-তত্ত্ব উপলক্ষি করেন। সেই প্রকার পুণ্যদ্বারা ব্যক্তিই সেই পথে অবলম্বন করে না কেন? এবং তিনি সেই পুণ্যকর্ম সাধিত হলেই সত্ত্বঙ্গ উঠিত হয় এবং তদ্বারা তমোগুণাদি মোহ ধ্বংস হয়ে যায়। রজতমোগ্ন ধ্বংস হলেই বিদ্রুপ্তাতি প্রকাশ পায়। এছলে বিবেচনা করা উচিত যে, কলিকালে পুণ্যকর্ম করার যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে পদ্ধতি, তা সাধন করার সামর্থ্য সাধারণ ব্যক্তির আছে কি না? এটি সর্ববাদিসম্মত যে, সেই সকল ব্যবহৃত কার্য কলিত্ব জীবের আদৌ সম্ভবপর নয়। তাই কলিযুগাবনাবতারী মহাবদ্বান্য শ্রীশ্রীমন্নাহাপ্তু এই মন্ত্র প্রচার করেছেন,

হরেনাম হরেনাম হরেনামেব কেবলম্।  
কলৌ নাত্তেব নাত্তেব নাত্তেব গতিরন্থা॥  
(বং নাঃ পুঃ ৩/১২৬)

কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনামেরই

শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। এ বিষয়ে বহু শাস্ত্রে বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।  
কলিকালে একমাত্র  
নামযজ্ঞ-সাধনেই সর্বার্থসিদ্ধ হয়।

হরেনাম বা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় নামেরই শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা সমস্ত অভদ্ররাশি নষ্ট হয়ে যায়।  
অবিস্মিতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিপ্তাত্যভদ্রাণি  
চ শং তনোতি। (ভাঃ ১২/১২/৫৫)

সুতরাং আমাদের দ্বন্দ্ব ও মোহরূপ অভদ্রাদির হত হতে পরিত্রাণ পেতে হলে সেই শ্যামসুন্দর মূরলীধর ভগবদ্বিষ্ণহকে বা তদ্বিন্ন নিত্য, পূর্ণ, শুন্দি, মুক্ত শ্রীভগবতামকে সর্বদাই স্মরণপথে রাখতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বিত্তভাবে গীতায় ব্যক্ত করলেন। যথা-

যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্বে কলেবরম্।  
তৎ তমেবতি কৌত্যে সদা তঙ্গাভাবিতঃ॥

তস্মাত্স সর্বেষু কালেষু মামনুশ্রম যুধ্য চ।  
ম্যর্পিতমনবুদ্ধিমৈবেষ্যস্যসংশয়ঃ॥

(ভগবদ্বীতা ৮/৬-১)

মৃত্যু সময়ে যিনি যে-ভাব পোষণ করে উপস্থিত শরীর ত্যাগ করেন, পরজন্মে তিনি সেই সেই ভাবগত শরীর প্রাপ্ত হন। উপস্থিত পঞ্চভূতাত্মক জড়-শরীর নষ্ট হলে, মন-বুদ্ধি-অহক্ষা গঠিত যে সুপ্তাবস্থার সূক্ষ্ম-শরীর আছে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত

» পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥



# ভৈম বৃন্দাবনে শ্রীগোবর্ধনের আবির্জ্জব

সমগ্র চিৎ-চিত্ত জগতের মধ্যে শ্রীমথুরা মঙ্গল শ্রেষ্ঠ, মথুরা মঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবনে শ্রীগোবর্ধন শ্রেষ্ঠ আর গোবর্ধনে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, গোবর্ধন পর্বত একটি ময়ূরের মতো এবং রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড তার দুটি চোখ। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় লীলাসংঘটনে গোবর্ধনের গুরুত্ব কতটা। এই গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একান্ত শরণাগত ব্রজবাসী পার্ষদগণকে ইন্দ্রের কোপ থেকে রক্ষা করেছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়ে গিরিরাজের প্রতি অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে প্রেম প্রকাশ করেছেন। গিরিরাজকে তিনি গৌড়ীয়গণের প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনের থেকে অভিন্ন বলে স্থাপন করেছেন। কেননা গিরি গোবর্ধন ধারণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিরিরাজের রূপ ধারণ করে ব্রজবাসীদের দেওয়া সমষ্ট উপহার ও খাদ্যদ্রব্য দ্রব্য করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী ভক্তগণের মধ্যে প্রধান প্রধান অনেকেই গিরিরাজের চরণশয় করেছিলেন। শ্রীল রাঘব

শ্রীমাঙ্গাগবতে গোপীগণের উক্তি-  
হস্তয়মাদ্রিবলা হরিদাসবর্দ্ধো  
যদ রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।  
মানং তনোতি সহগোগণযোগ্যোর্যঃ  
পানীয়স্যবসকন্দরকন্দমূলেঃ॥

(শ্রীমাঙ্গাগবত ১০.২১.১৮)

পানীতি গোবর্ধনের গুহায় থেকে ভজন করতেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রতিদিন গোবর্ধন পরিক্রমার ব্রত দ্রবণ করেছিলেন, গোবর্ধনের চক্ষুস্থরূপ রাধাকুণ্ডটকে শ্রীল রম্ভনাথ দাস গোস্বামী আদি গৌরপার্ষদগণ আশ্রয় করেছিলেন। তাই গোড়ায় বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবর্ধনকে অভিন্ন এজেন্দ্রনন্দন জ্ঞানে আরাধনা করেন, বিশেষত তাঁর পরিক্রমা করেন। তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে গোবর্ধন পর্বতে আরোহন করেন না। অন্যদিক থেকে গোবর্ধন হলেন হরিদাসগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, হরিদাসবর্য। শ্রীমাঙ্গাগবতে গোপীগণের উক্তি-

হস্তয়মাদ্রিবলা হরিদাসবর্দ্ধো  
যদ রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।  
মানং তনোতি সহগোগণযোগ্যোর্যঃ

পানীয়স্যবসকন্দরকন্দমূলেঃ॥

(শ্রীমাঙ্গাগবত ১০.২১.১৮)

“ভজগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ! হে সখীগণ, এই পর্বত গোবর্ধন, গাভী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীয় জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস, গুহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি-সমষ্ট রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার ফলে গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হচ্ছে।” চিজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম গোলোক বৃন্দাবনে শতশঙ্গ নামে এক পর্বত রয়েছে। সেই পর্বতই ভূমগুলে গোবর্ধনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাহলে কীভাবে গোলোক বৃন্দাবন থেকে গোবর্ধন ভৌম বৃন্দাবনে প্রকটিত হলেন?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, গিরি গোবর্ধন কীভাবে বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছিল। উপানন্দ উত্তরে বললেন, পাওবদের পিতা পাণ্ডু পিতামহ ভীষ্মদেবকে একদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন। পিতামহ ভীষ্ম তখন গর্গসংহিতায় বর্ণিত এই লীলাটি বর্ণনা করেছিলেন।

বৃক্ষকাল পূর্বে দ্রোগ পর্বত তাঁর শ্রী শালুলী দ্বীপে গোবর্ধন নামে একটি পুঁত্রের জন্ম দিয়েছিল। গোবর্ধনের জন্মের সময় সমষ্ট দেবতারা আকাশ থেকে তাঁর মাথায় পুষ্প বর্ষণ করেছিল। হিমালয় পর্বত এবং সুমের পর্বতসহ মহান ব্যক্তিরা তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত সকলে গোবর্ধন পরিক্রমা করেন এবং গিরিরাজ রূপে গোবর্ধনকে তাঁরা আখ্যায়িত করেন। গোলোক বৃন্দাবন থেকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য তাঁরা ব্রজের মহারত রূপে সুন্দর সুন্দর প্রার্থনায় তাঁর আনন্দ বিধান করেন। তখন ছিল সত্যুগ। ব্রক্ষার মহান পুত্র পুলস্ত্য ঋষি একবার দ্রমণ করতে করতে শালুলী দ্বীপে এসেছিলেন। সেখানে তিনি সুন্দর নদী, ঘৰণা, ফুল, ফল, লতা, বৃক্ষ সুশোভিত পাখির কুজনরত গোবর্ধনকে দর্শন করলেন। তখন তিনি উপলক্ষ্মি করলেন নিশ্চয় এই পর্বত মুক্তি দানে সক্ষম। মুনি ভাবলেন এই পর্বত আমার প্রয়োজন, তাই তিনি দ্রোগাচলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

দ্রোগাচল ঋষিকে শ্রদ্ধার সাথে অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়ন করলেন এবং তাঁর সেবার জন্য কি করবে সেই আদেশের অগ্রেক্ষায় রাখলেন। পুলস্ত্য

মুনি দ্রোগাচলকে বললেন, আমি কাশী তীর্থ হতে এসেছি যেখানে সর্বদা গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ তীর্থের শোভা বর্ধন করছে কিন্তু সেখানে কোনো পর্বত নেই। তাই তুমি তোমার পুত্র গোবর্ধনকে আমাকে দান কর, তাহলে আমি এই পর্বতের উপরে বসে তপস্যা করে খুবই আনন্দ পাব। ঋষির বাক্য শ্রবণে দ্রোগাচলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। পুঁত্রের বিচ্ছেদের কথা ভেবে তাঁর বুক বেয়ে অশ্রু বারে পড়তে লাগল। ঋষি তাঁর অনিচ্ছা বুবাতে পেরে অত্যন্ত ক্রোধাত্মিত হলেন। তখন পিতাকে পুলস্ত্য ঋষির অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করতে গোবর্ধন স্বয়ং ঋষিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কীভাবে আমাকে কাশীতে নিয়ে যাবেন? ঋষি বললেন, আমার ডান হাতের উপরে তোমায় ধারণ করে আমি তোমায় নিয়ে যাব। তখন গোবর্ধন বললেন, তাহলে আমার একটি শর্ত আছে। চলার সময় যদি পথে কোথাও আমাকে নামাবেন তাহলে আমি সেই স্থানেই অচল হয়ে যাব, আমাকে আর কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন না। পুলস্ত্য ঋষি এই শর্তে রাজি হলেন। ঋষি তখন তাঁর ডান হাতে গোবর্ধনকে নিয়ে কাশীর উদ্দেশ্যে গমন করলেন। দৈবক্রমে



ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦେର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଛାପନ  
ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେ ଚାର ସମ୍ପଦାୟେର ମିଳନ  
ଉତ୍ସବ

(୮ମ ପାତାର ପର) ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦେର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନିତ ହୁଏ।

ଉତ୍ସବମେଲନେ ଚାର ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପଦାୟେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ୟଗଣ ଆଧୁନିକ ବିଷ୍ଵେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମରେ ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର, ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରେନ। ସମେଲନେ ସଞ୍ଚାଲକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀମାନ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ସମେଲନେ ଅନ୍ତର୍ଗତକାରୀଦେରକେ-

‘ଜଗତର ସକଳ ଜୀବର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନେର ଉପାୟ ହିସେବେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷ୍ୟେ ସମ୍ପଦାୟ-ଆଚାର୍ୟଗଣେର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗି ଓ ଅଭିଭୂତା’- ସମ୍ପର୍କେ ବଲାର ଅନ୍ତରୋଧ କରେନ।

ପ୍ରଥମେଇ ବିଷ୍ୟକ୍ତ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତିତ ଓ ଏ ଯୁଗେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ପକ୍ଷ ଥେକେ ତିରପତି ବାଲାଜି ଦେବଭାନେର ପ୍ରଥାନ ପୂଜୀ ଏବଂ ଏକଜନ ବୈଜନିକ ଶ୍ରୀରାମ ଦୀକ୍ଷିତଳୁ ଗାରୁ ବଲେନ, “ପୃଥିବୀର ସବଚେଯେ ବିଖ୍ୟାତ ବିଷ୍ୟମନିର ତିରପତି ବାଲାଜିତେ ବୈକ୍ଷନାସ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରା ହୁଏ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦୦ (ଦଶ ହାଜାର) ବର୍ଷର ପୁରାନୋ ଏବଂ ଏତେ ବିଷ୍ଟାରିତଭାବେ ଭ୍ରଗବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ୍ୟାର ମତୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଟିଲ ବୈଜନିକ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହିସେବେ।

ଆମି ନିଜେ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭ୍ରଗବିଦ୍ୟା ନିଯେ ଆମାର ପିଏଇଚିଡ଼ି ଗବେଶଣ କରେଇଛି। ଆମି ସୁଯୋଗ ପେଲେଇ ଜନସାଧାରଣକେ ବିଶେଷ କରେ ଯୁବସମାଜକେ ଆମାଦେର ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୈଜନିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ବଲି, ଯାତେ ତାରା ଆମାଦେର ଏଇ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମକେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାଯ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ହିସେବେ ବୁଝାତେ ପାରେ।”

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ତେନକଳାଇ ଧାରାର ଅନ୍ୟତମ ଆଚାର୍ୟ ଶ୍ରୀଚିନ୍�ନ୍ଦା ଜ୍ୟାନ୍ତି ସ୍ବାମୀ ବିଷ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହରିନାମ ପ୍ରଚାରର ଜନ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଭ୍ରାପନ କରେନ। ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଜୀଯାତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଟ୍ରାନ୍ସଟ ନାମକ ଏକଟି ସଂଗ୍ରହନେର ମାଧ୍ୟମେ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରାରେ ଥାଏନ।

ତିନି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦକେ ଭଗବାନର ପ୍ରେରିତ ଭକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ବଲେନ, “ପରମେଶ୍ୱର ଭାବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଲେହେନ, ‘ତେୟାଂ ଜ୍ଞାନୀ ନିତ୍ୟାୟ ଏକଭକ୍ତିବିଶ୍ୟତେ ।’ (ଗୀତା ୭.୧୭)-

ଚାର ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଦେର ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟାୟ ଏକନିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତଗଟି ଶେଷେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଁର ବୈଷ୍ଣବ ଧରନେ ପରମ ଜନ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜନ୍ୟ ସାଧୁଦେର ପ୍ରେରଣ କରେ ଥାଏନ। ତାଁରା ମହାନ ଆଚାର୍ୟ ଓ ଭଗବାନର କୃପାର ମୂର୍ତ୍ତପକାଶ ।” ତିନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦକେ ଏଇ ଯୁଗେ ଶ୍ରୀପାଦ ଆଦି ଶକ୍ତରାଚାର୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ମହାନ ଆଚାର୍ୟଗଣର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରେ ବଲେନ,

“ପ୍ରାଚୀନକାଳେ ଆଦି ଶକ୍ତରାଚାର୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ୟରେ ମତୋ ମହାନ ଆଚାର୍ୟଗଣ ପ୍ରଚାର କରାରେ ଥାଏନ। ଶ୍ରୀଚିନ୍ତନ୍ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାତେ ପ୍ରଚାର କରାରେ ଥାଏନ। ବର୍ତ୍ତମାନକାଳେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମ୍ପର୍କେ ବିଷ୍ୟେ ମହାନ ଆଚାର୍ୟ ରାଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାରେ ନିଜ ଦୈହିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଧାବିନ୍ଦେର ପ୍ରତି ଉଦ୍ସୀଳନ ହେବାର ପାଇଁ ଉତ୍ସବ କରାରେ ଥାଏନ। ତାଁରା ଶ୍ରୀମତ୍ତବାଦୀକାରୀ ଭୂମିକାତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାରେ ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାରେ ଥାଏନ।

ଜୀବନାଚରଣ କରତେ ପାରଛେ। ଯିନି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଚାରେ ଯୁକ୍ତ ହନ, ତିନି ମହିମାବିତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଯିନି ଭଗବାନେର ନାମ ପ୍ରଚାର କରେନ, ତିନି ସର୍ବଦାଇ ସମ୍ମାନିତ । ଆଲୋଯାରଗଣ ବଲେହେନ, ଯିନି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଚାର କରେନ, ଆମାଦେର ଉଚ୍ଚତ ତାଁର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଥାକା ।” ଛୋରିଭା ବିଷ୍ୟବିଦ୍ୟାଲୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀମତି ବସୁଧା ନାରାୟଣଙ୍କ ବଲେନ, “ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦର ପ୍ରଚାରର ଫଳେ ବିଷ୍ୟର ମହିମା ଜଗତେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବେ ଏକ ସର୍ବଯୁଗେ ସୂଚନା ହିସେବେ ।”

ନିଷ୍ଠାକ ସମ୍ପଦାୟର ପଣ୍ଡିତ ଓ ଜର୍ଜଟାର୍ନ ବିଷ୍ୟବିଦ୍ୟାଲୟରେ ହିସ୍ତୁ ମିନିସ୍ଟି-ଏର ପରିଚାଳକ ଡ. ବ୍ରଜବିହାରି ଶରଣ ବିଶେଷଭାବେ ଶ୍ରୀନିଷ୍ଠାକ ଆଚାର୍ୟରେ ପ୍ରଚାରର ସାଥେ ପ୍ରଭୁପାଦର ପ୍ରଚାରର ତୁଳନା କରେନ। ନିଷ୍ଠାକ ସମ୍ପଦାୟର ଆଚାର୍ୟ ଶ୍ରୀଶ୍ୟାମଶରଣ ଦେବଜି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦକେ ବିଶେଷଭାବେ କୃପାପ୍ରାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ, “ଶ୍ରୀଶ୍ୟାମଶରଣ ଯୁଗଲେର କୃପାକଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିପ୍ରାଣ ନା ହଲେ କେଉ ବିଷ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତାଁରେ ମହିମା ଓ ସେବା ପ୍ରଚାର କରତେ କ୍ଷମତା ହତେ ପାରେ ନା ।” ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀମତି ମହାରାଜ ପ୍ରଚାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଦେଶେ ଶୁଦ୍ଧକୃଷ୍ଣଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାରର ଭୂତ୍ୟେ ଭ୍ରାତ୍ୟାମ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତକାମନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଭ୍ରାପନ କରେନ। ତିନି ବଲେନ, “ଆଜ ଆମରା ପୃଥିବୀର ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ, ସେବାନେଇ ଆମରା ଭକ୍ତଦେର ହେବୁକ୍ଷଣ ମହିମା ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁନ୍ତରେ ପାଇ ।” ଡ. ବ୍ରଜବିହାରି ଶରଣ ବଲେନ, “ଏହି ସମେଲନଟି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପଦାୟଗୁଲେର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକଇ ମଧ୍ୟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଉପାସକ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଏକତ୍ର ହେବେ

## শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলন উৎসব



হরেকৃষ্ণ সমাচার ডেক্স: সম্প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব বিজয়া দশমীতে শ্রীধাম মায়াপুরের বৈদিক প্লানেটরিয়াম মন্দিরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন)-এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃষ্ণান্নমূর্তি শ্রীল অভ্যরণারবিন্দ ভক্তিবৈদেন্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীমূর্তি স্থাপন উৎসবে চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সময় হয়েছে। রামানুজ, মধু, বিষ্ণুস্বামী ও নিষ্ঠার্কার্য নামে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে। শাস্ত্রে বর্ণিত এ চারটি সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সৎ-সম্প্রদায় বলে স্বীকার করেছিলেন এবং নিজে ব্রহ্ম-মধুর সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর দ্বারা জগতে যে সম্প্রদায় বিস্তৃত হয়েছে তা ব্রহ্ম-মধু-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত ইস্কন হলো সেই ব্রহ্ম-মধু-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটি ক্রমবর্ধমান শাখা। ইস্কন সারা বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত তথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। সমোলনে শ্রী (রামানুজ) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীসম্প্রদায়ের বিখ্যাত সন্ত্যামী শ্রীচিন্মায়া জিয়ড় স্বামী, তিরকৃতি বালাজি দেবস্থানের প্রধান পূজারী শ্রীরমণ দীক্ষিতলু গারু ও ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপিকা বসুধা নারায়ণান। রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীল বলভার্তার্যের চতুর্দশ অধ্যন্তন, ষষ্ঠগীষ্ঠাধীশ পূজ্যপাদ দ্বারকেশ লালজি মহারাজ, পূজ্যপাদ ব্রজরাজজি মহারাজ ও আমেরিকার ইন্ডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক ডেভিড হেবারম্যান। কুমার (নিষ্ঠার্ক) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন সালেমবাদ পীঠাধিকারী পূজ্যপাদ শ্যামশরণ দেবাজি মহারাজ ও আমেরিকার জর্জিটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. ব্রজবিহারি শরণ। ব্রহ্ম (মধু) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন আডামারু মঠের প্রধান- পূজ্য শ্রীবিশ্বপ্রিয় তীর্থ শ্রীপাদরূ ও পূজ্য শ্রীসশ্রিয় তীর্থ শ্রীপাদরূ, পেজাবর মঠাধ্যক্ষ- পূজ্য শ্রীবিশ্বপ্রসন্ন তীর্থ শ্রীপাদরূ এবং গ্রান্ডভ্যালি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. কৃষ্ণ অভিযোগ ঘোষ।

করেন শ্রীসম্প্রদায়ের বিখ্যাত সন্ত্যামী শ্রীচিন্মায়া জিয়ড় স্বামী, তিরকৃতি বালাজি দেবস্থানের প্রধান পূজারী শ্রীরমণ দীক্ষিতলু গারু ও ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপিকা বসুধা নারায়ণান। রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীল বলভার্তার্যের চতুর্দশ অধ্যন্তন, ষষ্ঠগীষ্ঠাধীশ পূজ্যপাদ দ্বারকেশ লালজি মহারাজ, পূজ্যপাদ ব্রজরাজজি মহারাজ ও আমেরিকার ইন্ডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক ডেভিড হেবারম্যান। কুমার (নিষ্ঠার্ক) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন সালেমবাদ পীঠাধিকারী পূজ্যপাদ শ্যামশরণ দেবাজি মহারাজ ও আমেরিকার জর্জিটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. ব্রজবিহারি শরণ। ব্রহ্ম (মধু) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন আডামারু মঠের প্রধান- পূজ্য শ্রীবিশ্বপ্রিয় তীর্থ শ্রীপাদরূ ও পূজ্য শ্রীসশ্রিয় তীর্থ শ্রীপাদরূ, পেজাবর মঠাধ্যক্ষ- পূজ্য শ্রীবিশ্বপ্রসন্ন তীর্থ শ্রীপাদরূ এবং গ্রান্ডভ্যালি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. কৃষ্ণ অভিযোগ ঘোষ।

ইস্কন নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, শ্রীল লোকনাথ স্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ ব্রজবিলাস দাস, শ্রীপাদ অষ্টৱীৰ দাস-সহ বরিষ্ঠ ভক্তগণ অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোকপাত করে বক্তব্য প্রদান করেন। দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পূজ্য শ্রীশ্রী বিশ্বপ্রসন্ন তীর্থ শ্রীপাদরূ, শ্রীমৎ বিদ্যাবলুভ তীর্থ স্বামী মহারাজ, শ্রীচিন্মায়া জিয়ড় স্বামী, শ্রীরমণ দীক্ষিতলু গারু, পূজ্যপাদ শ্যামশরণ দেবাজি মহারাজ, পূজ্যপাদ দ্বারকেশ লালজি মহারাজ, শ্রীমতি বসুধা নারায়ণান, ড. ব্রজবিহারি শরণ এবং শ্রী ব্রজরাজজি মহোদয় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানের পূর্বে শ্রীচিন্মায়া জিয়ড় স্বামী, শ্রীবিশ্বপ্রসন্ন তীর্থ ও শ্রী দ্বারকেশ লালজি মহারাজ পৃথক পৃথক শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন মহাযজ্ঞ

► পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

## চেক প্রজাতন্ত্রে ২৯তম সংকীর্তন পদযাত্রা



ইস্কন নিউজ: সম্প্রতি ২৯তম চেক পদযাত্রাটি এর ইতিহাসে সর্বোত্তম পদযাত্রা হিসেবে পরিচিত হয়েছে। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও পদযাত্রাটি শ্রীগুরুকালীন অবকাশ উদ্যাপনের জন্য একটি উত্তম স্থান লাভ করেছিল। মহামারীর সময়ে যখন লকডাউনে আবদ্ধ থেকে সকলে ব্যতিব্যস্ত, তখন লকডাউন অপসারণের পর পদযাত্রাই গ্রামসমূহে প্রধান অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। আয়োজক ও পদযাত্রাকারী ভক্তগণ প্রথমে দশ সহস্রাধিক অধিবাসীসমূহ সুসাইক গ্রামে গমন করেন। ওটাভ নদীর তীরে বিশ্বামীর পর ভক্তগণ ১৩ দিন পদযাত্রায়ে গোৱাচালে ১১০ মাইল দূরে অবস্থিত মূল গন্তব্যস্থল পিসেক শহরে গৌঁচান। শ্রীগুরুকালীন অবকাশ যাপনের সময় পদযাত্রা অনুষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করে উদ্যোগ্তা

► পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

## ছাত্রদের আশ্রমবাসের সুযোগ

ইস্কন নিউজ: ইতোপূর্বে শ্রীল প্রভুপাদের গঠনের ভিত্তিতে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীর নেতৃত্বে অর্জনের জন্য আয়োজিত প্রকল্পটি অভিভাবক ও শিক্ষকদের দ্বারা সমাদৃত হওয়ার পরে সম্প্রতি কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির হরেকৃষ্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গেইনসভিল কৃষ্ণ হাউজের অনুসরণে ছানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে মন্দিরবাসের



► পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

## আসছে দামোদর মাস... আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন



## যুক্তরাষ্ট্রে হ্যাপি ভ্যালিতে ‘ভক্তিযোগ কেন্দ্র’

ইস্কন নিউজ: প্রায় দুই বছরের পরিকল্পনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভেনিয়ায় ইস্কনের গীতা নগরীর নিকটে ডাউন স্টেট কলেজে 'দ্য ভক্তিযোগ সেন্টার' উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি ইস্কনের নির্বাচিত এবং একটি অলাভজনক সংস্থা। এই যোগ কেন্দ্রটি, দুই ভক্তের প্রচেষ্টায় স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে রয়েছেন সুরপাল দাস ও কৃষ্ণময়ী দেবী দাসী। এবং যশোদেব দাস ও আনন্দিনি ললিতা দেবী দাসী। বর্তমানে এই দুই পরিবারের অর্থায়নে কেন্দ্রটি চলছে। বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে



কেন্দ্রটি অনুদান সংগ্রহ শুরু করেছে। কীর্তন ও ভক্তিযোগ ছাড়াও এখানে যোগ জ্ঞান যেমন- অষ্টাঙ্গ যোগ, আয়ুর্বেদ

► পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

## আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) - এর পক্ষে

সম্পাদক : শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, সহ-সম্পাদক : শ্রী প্রেমজগন দাস ব্রহ্মচারী, সম্পাদক কর্তৃক ৭৯, ঘৰীবাগ রোড, ঘৰীবাগ আশ্রম, ঢাকা-১১০০ হতে প্রকাশিত।  
ফোন : ০২-৯৫১১৯৫৬-৭, মোবাইল : ০১৭১৫-৭৫৮৯৪৮ (বিকাশ/রকেট/নগদ), website : www.hksamacar.com, E-mail : hksamacar@gmail.com